আবদুল কাদের ভাইকে যেমন দেখেছি

প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম, *অস্ট্রেলিয়া থেকে*

এই তো সেদিন প্রখ্যাত সাংবাদিক নাজিমুদ্দিন মোস্তান ভাই চলে গেলেন, মানে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ঘটনাচক্রে ১৯৯৬ সালে মোস্তান ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়। সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্র' সম্পাদনা ও প্রকাশনা দুই-ই করছিলেন তিনি। এরই মধ্যে একদিন মোস্তান ভাইয়ের বাসার বৈঠকখানায় আমি অপেক্ষা করছিলাম তার জন্য। এমন সময় শ্যামবর্ণের কোট পরিহিত এক ভদ্রলোক কিছু দাওয়াতপত্র হাতে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। তিনি পরিচয় দিয়ে বললেন তার নাম আবদুল কাদের এবং সেই সাথে কমপিউটার জগৎ-এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা বললেন। আবদুল কাদের ভাইয়ের সাথে এভাবেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয়। কমপিউটার জগৎ আয়োজিত প্রেসক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে মোস্তান ভাইকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি এসেছিলেন। আমাকেও তিনি দাওয়াত দিয়ে গেলেন এবং জগৎ-এ লেখার অনুরোধ করলেন। সত্যি বলতে কি, কাদের ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। কারণ, আমি আগেই তার নাম জানতাম এবং প্রায় নিয়মিতভাবে কমপিউটার জগৎ পড়তাম বলে তার নামটা সবসময় স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। মোস্তান ভাইয়ের একটি উক্তি আজও আমার কানে অনুরণন হয়ে বাজে। তিনি একজন রুশ দার্শনিকের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'প্রতিভা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সামাজিকীকরণ'। এ কথার বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আবদুল কাদের ভাইয়ের জীবনে। এ ব্যাপারে বেশ সফলতা দেখিয়েছেন আবদুল কাদের ভাই, যিনি অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তার প্রতিভাকে বিকশিত করতে পেরেছেন।

কয়েক মাস পর সাপ্তাহিক রাষ্ট্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি একদিন আজিমপুরে কমপিউটার জগৎ অফিসে যাই এবং নাজমা কাদের ভাবি, অনু ও স্বপনভাইসহ অনেকের সাথে দেখা করি। আবদুল কাদের ভাই তখন অফিসে ছিলেন না। আজও মনে পড়ে সেদিন ভাবি আমাকে অনেক সমাদর করে জগৎ-এর দুটো বার্ষিক অ্যালবাম উপহার দিয়েছিলেন। আমাকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, আপনি জগৎ পরিবারের সদস্য হয়ে যান। এরপর জগৎ-এর জন্য লেখা শুরু করলাম এবং ক্রমান্বয়ে জগৎ পরিবারের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আবদুল কাদের ভাই আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ এবং নির্দেশনা দিতেন।

তিনি আমাকে নিবন্ধকার থেকে রিপোর্টারের পর্যায়ে উত্তরণ ঘটিয়ে ছিলেন। দেশী ও আন্তর্জাতিক মেলা, দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা নীতি-নির্ধারকদের সাক্ষাৎকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, তার খবরাখবর রাখতেন এবং নিজেকে সবসময় আপডেটেড রাখতেন। কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদনার কাজটি বেশ নিপুণভাবে করতেন। আমাদেরকে লেখা ভাগ করে দিতেন। উৎস তিনি নিজেই সংগ্রহ করতেন।

মূলত আবদুল কাদের ভাই কমপিউটার জগৎকে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করতেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বা অবকাঠামোগত উন্নয়নের অন্যতম সেরা উপাদান হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। এ প্রযুক্তিকে সারাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, মোস্তান ভাইসহ তিনি প্রথম যে সংখ্যাটি বের করেছিলেন, তাতে প্রচ্ছদ ছিল 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। সেটি ১৯৯১ সালের মে মাসের কথা। তিনি এ আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সর্বোপরি, দেশের তরুণ মেধাবীদের খুঁজে বের করার জন্য নিয়মিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। এতে বেশ ক'জন তরুণকে তিনি জাতির সামনে হাজির করেছিলেন, যারা আজ বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত। তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল সম্ভাবনার কথা দেশের নীতি-নির্ধারকদের বিভিন্নভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু প্রিন্ট মিডিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না বরং একে সম্প্রসারণ করে অন্যান্য গণমাধ্যমে সম্প্রসারিত করেছিলেন। এমনকি তিনি আমাকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি জানতেন কাকে দিয়ে কোন কাজটি করালে ভালো ফল পাওয়া যাবে। তিনি ২০০০ সালে 'মিলেনিয়াম বাগ' নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশে অদ্যাবধি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার কতিপয় অংশ আবদুল কাদের ভাইয়ের প্রাপ্য বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। এ ব্যাপারে একটি কথা উল্লেখ না করলে কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তা হলো নাজমা কাদের ভাবির বিশাল অবদানের কথা, যিনি এ প্রতিষ্ঠানে আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন, যা আজও অব্যাহত আছে। আর্থিকভাবে বুনিয়াদ গড়ার ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান রয়েছে।

২০০৩ সালের ৩ জুলাই যখন তিনি মারা যান, তখন খবরটা শুনে ঠিক থাকতে পারিনি। কারণ, আমার তখন ধারণা ছিল না তিনি মারণব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। একটি বিষয় না বললেই নয়, আবদুল কাদের ভাই ছিলেন একজন স্বল্পভাষী, বিনয়ী এবং গোছানো মানুষ। তিনি এতই সুসংগঠিত ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি পরে যে কাজগুলো সমাধা করতে হবে তার বিবরণও লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিশাল এক তালিকা, যা দেখে আমি বিস্ময়বোধ করেছি। এতে বোঝা যায়, কতদূর দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। সবকিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

পরিশেষে বলব, সরকার যদি আবদুল কাদের ভাইয়ের অবদানকে পর্যালোচনা করে এবং স্বীকৃতি দেয়, তাহলে এটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে তথ্যপ্রযুক্তি প্রাঙ্গণে আজ যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে। গুণীজনের সম্মাননা আমরা কি আশা করতে পারি না? কজ

আবদুল কাদের বিরলতর এক ব্যক্তিত্ব। কারণ, তিনি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানই হয়ে ওঠেননি, হয়ে উঠেছিলেন একটি জাতির নবপ্রজন্মের আদর্শিক কেন্দ্র। কমপিউটার জগৎ-এর মাধ্যমে তার হয়তো একটি অংশমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। বাকি বিষয়গুলো অনেকটাই ছিল অন্তরালে এবং আজও আছে। কারণ, এমন কিছু আইডিয়া নিয়ে অধ্যাপক আবদুল কাদের কাজ করেছিলেন, যেগুলো তার সময়ের তুলনায় ছিল অনেক এগিয়ে।

আইসিটি সম্ভাবনা, পরিধি বিস্তৃত করে তোলা দেশীয় প্রেক্ষাপটে কেমন হতে পারে তার একটা বাস্তবসম্মত ধারণা তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন। দারিদ্র্য দূরীকরণে আইসিটিকে কাজে লাগানোর কথা শুনলে অনেকেই হতভম্ব হয়ে যেতেন, কিন্তু যখন তথ্যের শক্তির কথা অধ্যাপক আবদুল কাদের বলতেন, তখন বিস্মিত হতেন অনেকেই। নিজে তিনি ছিলেন অদম্য মেধাবী এবং সে কারণেই মেধাবীদের পছন্দ করতেন। তাদের খুঁজে বের করে মেধা বিকাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে আদর্শ ভূমিকা পালন করে গেছেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। আজকের বাংলাদেশে আইসিটি-বিষয়ক যে উদ্যোগগুলো চলছে, সেগুলোর ইনিশিয়েটর অবশ্যই অধ্যাপক আবদুল কাদের। স্বীকার করায় দৈন্য না থাকলে হয়তো তার আইডিয়াগুলো আরও কার্যকর করে তোলা যেত। প্রচারবিমুখ ওই শিক্ষক এ জাতির জন্য যা দিয়ে গেছেন, তার প্রকৃত মূল্যায়ন তো এখনও হয়নি, তার প্রাপ্য সম্মানটুকুও তিনি পাননি। কেনো যে এটা হলো সেটা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি গ্লানিকরও বটে। আইসিটি এখন অন্যতম রাজনৈতিক ইস্যু, বাণিজ্যেরও প্রধান লাইফ ব্লাড। এই আবহটাই চেয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। তবে তার স্বপ্ন ছিল আরও প্রাণবন্ত এবং দৃঢ়চেতা একটি প্রজন্ম গড়ে তোলা। সেটা সবাই মিলে করতে পারলে হয়তো যোগ্য সম্মানটা দেয়া যাবে এই শিক্ষককে কজ